W. P. No. 5675 of 2017

Present:

Mr. Justice Moyeenul Islam Chowdhury
And
Mr. Justice Md. Ashraful Kamal

15.01.2018

Dr. Md. Eunus Ali Akond, Advocate in person with
….For the petitioner

Mr. Md. Motaher Hossain (Sazu), DAG with
Mr. Muhammad Jaber, DAG,
Ms. Purabi Rani Sharma, AAG,
Ms. Purabi Saha, AAG and
Mr. Md. Mizanur Rahman, AAG
….For the respondents

Let the 4(four) Supplementary Affidavits do form part of the main application.

We have heard the learned Advocate Dr. Md. Eunus Ali Akond appearing in person and the learned Deputy Attorney-General Mr. Md. Motaher Hossain (Sazu) appearing for the respondents and perused the Writ Petition, Supplementary Affidavits and relevant Annexures annexed thereto.

In the decision in the case of *Advocate Asaduzzaman Siddiqui and others…Vs...Bangladesh represented by the Cabinet Secretary, Cabinet Division, Bangladesh Secretariat, Police Station Shahbag, Dhaka-1000 and others* reported in 24 BLT (Special Issue) (HCD) 01 (popularly known as Sixteenth Amendment Case), the High Court Division has clearly, unmistakably, unambiguously and categorically stated that Article 70 of the Constitution has fettered the Members of Parliament unreasonably and shockingly. It has imposed a tight rein on them. Members of Parliament can not go against their partyline or position on any issue in the Parliament.

They have no freedom to question their party's stance in the Parliament, even if it is incorrect and flawed. They can not vote against their party's decision. They are, indeed, hostages in the hands of their party high command.

It has also been observed by the High Court Division in the aforesaid decision that because of Article 70 of the Constitution, a Member of Parliament effectively loses his character as an agent of the people and becomes the nominee of his party. What is dictated by the cabinet of the ruling party or the shadow cabinet of the opposition, as the case may be, Members of Parliament must follow it meekly ignoring the will and desire of the electorate of their constituencies. There starts a process of distance and apathy between the Members of Parliament and their electors in whom all the powers of the Republic are vested. Having a solid grip over the majority of the Members of Parliament, the party-in-power moves to influence the executive, judiciary and other instrumentalities. It eventually results in what we say in common parlance, 'daleo-karan'- a political terminology to indicate a 'group- oriented society'.

In that decision, it has further been spelt out by the High Court Division that in the USA, UK, Canada and Australia, the lawmakers are free to perform their functions in the Parliament. No restriction like the one imposed by Article 70 of our Constitution exists in those countries. However, in India, there is some restriction on the lawmakers; yet they do not blindly obey the party's decisions because of prevalence of democratic practice in the parties.

In view of Article 70 of the Constitution of Bangladesh as it stands now, the Members of Parliament must toe the partyline giving a damn to their personal views on issues of paramount national importance. Consequently, they will always feel tied to the decisions of the party high command in the matter of voting in the Parliament.

Anyway, subsequently in the Sixteenth Amendment Case, the Appellate Division by its unanimous decision reported in 25 BLT (Special Issue) (AD) 01 has endorsed the views articulated by the High Court Division with regard to the interpretation of Article 70 of the Constitution. In other words, both the Appellate Division and the High Court Division are on the same wavelength about the interpretation of Article 70 of the Constitution.

What I am driving at boils down to this: prima facie the existence of Article 70 in our Constitution appears to be a stumbling-block to flourishing of democracy in Bangladesh. By the way, it may be recalled that democracy is one of the basic structures of the Constitution as found by the Appellate Division in the Eighth Amendment Case [*Anwar Hossain Chowdhury and others…Vs…Bangladesh and others*, *1989 BLD (SpI) 1*].

Accordingly, let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why Article 70 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh should not be declared to be void and ultra vires the Constitution and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is returnable within 4(four) weeks from date.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents by registered post as well as through usual process within 3(three) working days, failing which, the Rule shall stand discharged.

<u>বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল:</u>

আমি মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী মহোদয়ের রুল ইস্যুর আদেশটি শুনলাম। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দরখাস্তকারীর অত্র দরখাস্ত দায়ের করার ন্যূনতম কোন কারণ না থাকায় তথা প্রাথমিকভাবে বিচারের কোন বিষয় না পাওয়ায় তাঁর রুল ইস্যুর আদেশের সহিত একমত হতে না পেরে তথা ভিন্নমত পোষণ করে দরখাস্তটি প্রাথমিক শুনানীতে সরাসরি প্রত্যাখান করছি।

দরখাস্তকারীর দরখাস্ত পর্যালোচনা করলাম। দরখাস্তকারীর যুক্তিতর্ক বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করলাম এবং তা যথাযথভাবে মূল্যায়নসহ বিবেচনা করলাম।

আলোচ্য ৭০ অনুচ্ছেদটি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত মূল সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ। আর্থিক সুবিধা দিয়ে সাংসদদের সমর্থন আদায়ের সংস্কৃতি বা হর্স ট্রেডিংয়ের সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করার মানসে মূলত আমাদের সংবিধানে এ বিধানটি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। সংবিধানের খসড়া বিলের উপর গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে বর্তমান মামলায় আলোচ্য বিষয় তথা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। মূলত এই অনুচ্ছেদ গণতান্ত্রিক কি গণতান্ত্রিক নয় তার উপরই আলোচনা হয়েছিল। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্তে সংবিধানের খসড়া বিলের উপর গণপরিষদে যে আলোচনা হয়েছে তা ব্যারিষ্টার আবদুল হালিম এর সংকলন ও সম্পাদনায় ‘‘***বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক***’ বইয়ের পাতা ৭৪৮ থেকে ৭৬২-এ মুদ্রিত হয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত বিতর্কটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

‘‘.....

.....

৭০ অনুচ্ছেদ। ৩৪ ‘সিরিয়াল’ শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।*

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ন লারমাঃ *জনাব ডেপুটি স্পীকার, এই খসড়া সংবিধান-বিলের ৭০ অনুচ্ছেদে যে সংশোধনী-প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে এনেছি, তা .....*

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *আমি এখানে দেখছি ৩৪-এ কোন সংশোধনী প্রস্তাব নাই। কাজেই আপনার এই তথাকথিত সংশোধনী-প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত হল। এখানে কোন সংশোধনী-প্রস্তাব নাই। আপনি বসুন।*

এরপর শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত, ৩৫ নম্বর।

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তঃ *জনাব ডেপুটি স্পীকার, আমার প্রস্তাবটি হল এই যে,*

''৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোকঃ

''৭০। কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর তিনি যদি উক্ত দল পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বিধানানুযায়ী তাঁহার আসন শূন্য হইবে।'' ''

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *উত্থাপিত প্রস্তাব হচ্ছেঃ*

''৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদটি সন্নিবেশিত করা হোকঃ

''৭০। কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর তিনি যদি উক্ত দল পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বিধানানুযায়ী তাঁহার আসন শূন্য হইবে।'' ''

এখন শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত।

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তঃ *জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, এখানে বাংলার কিছু ভুল রয়েছে। সেটুকু সংশোধন-সাপেক্ষ।*

এই অংশটুকু *আলোচনা করা সম্পুর্ণ হবে না যদি ৭০ অনুচ্ছেদ পুরাপুরি আপনার সামনে বা আপনার মাধ্যমে হাউসের সামনে না আনি।*

৭০-এর মধ্যে এমন একটি অগণতান্ত্রিক বিধান রাখা হয়েছে, যা পৃথিবীর আর কোন সংবিধানেই নেই। এই বিধান নিয়ে সেদিন সাধারণ আলোচনার সময়েও বলেছিলাম, এই বিধান পাকিস্তানী ডিক্টেটর আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্রেই শুধু আছে এবং এছাড়া আর কোথাও এর নজীর নাই।

এখানে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে? ধারাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। এটা পড়লে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু আপনার মাধ্যমে আসল জিনিসটি বলে যাচ্ছি।

কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলের টিকিট নিয়ে পাস করে যদি পরিষদে আসেন এবং সেই পরিষদ্-সদস্যকে যদি সেই রাজনৈতিক দল বহিষ্কার করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সদস্যপদ হারাবেন।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন রাজনৈতিক দল থেকে টিকেটে নির্বাচিত সদস্য পরিষদে আসেন এবং এখানে এসে তিনি অন্য দলে যান, তাহলেও তিনি তাঁর সদস্যপদ হারাবেন। এছাড়া, আরও কিছু কথা আছে। বহিষ্কারের কথা আগেই বলেছি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এর পরে আরও একটি সংশোধনী আছে। আমার মনে হয়, অন্ততঃ এর কিছু অংশ হয়তো মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সদস্য মেনে নিতে পারবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তব্যের প্রশ্ন আসে না। এ সম্বন্ধে আমি শুধু একটি বক্তব্য রাখতে চাই। যেহেতু সংশোধনী অনেক গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই আমি বলছি, যখন কোন মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং এখানে এসে যদি তিনি যে দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে আবার ৯০ দিনের মধ্যে 'ইলেক্টোরালের' সামনে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি এই পরিষদে কোন প্রশ্ন তাঁর মত চাওয়া না হয় এবং তিনি যদি সেই প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং পছন্দ বিবেচনা করে ভোট দেন; তাহলে তাঁর জন্য তার সদস্যপদ যাওয়া ঠিক হবে না। এটাই আমার বক্তব্য।

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *জনাব ভারপ্রাপ্ত সদস্য।*

ড. কামাল হোসেন *(আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী এবং সংবিধান-প্রণয়ন-মন্ত্রী)ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের সংশোধনীর মতো আরও একটি সংশোধনী এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে হাউসের সামনে উত্থাপন করা হবে।*

আমরা কমিটিতেই গভীরভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেছিলাম এবং আলোচনা করেছিলাম যে, এই রকম একটা অনুচ্ছেদ কেন আমরা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করছি। সে আলোচনায় মাননীয় সদস্যও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিশেষ করে সেখানে আমরা যে কয়েকটি কারণে এটা গ্রহণ করেছিলাম, তাহল এই যে, সংসদীয় গণতন্ত্র যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, তাহলে পার্টি-পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। সেখানেই গণতন্ত্র সফল হয়েছে, যেখানেই সুষ্ঠু পার্টি-পদ্ধতি থাকে।

হাউস্ অব কমন্সের ৬৩০ জন মেম্বার দলীয় শৃঙ্খলা মেনে দলবদ্ধভাবে যদি সেখানে কাজ না করে যেতেন, তাহলে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারত না এবং যদিও অনেক 'কনভেনশন' গড়ে উঠেছে, তবু সংসদীয় গণতন্ত্রে দেখা যায়, যদি কোন মেম্বার একটি দলের সদস্য হন এবং দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচারণা করেন এবং সেখান থেকে জয়যুক্ত হয়ে সদস্য হন, তাহলে সেখানে তাঁকে দলের শৃঙ্খলা মেনে কর্তব্য পালন করতে হয়।

যেহেতু বৃটিশ শাসনতন্ত্র অলিখিত, সেহেতু এগুলো Constitution Act- এ পাওয়া যাবে না। এগুলো 'কনভেনশন' আকারে সেখানে আছে। বৃটিশ সদস্যদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কতখানি মেনে চলতে হবে সেগুলোও 'কনভেনশন' আকারেই আছে।

এ ব্যাপারে আমরা অনেক উদাহরণ দিতে পারব। এই কিছুদিন আগে বৃটিশ কাউন্সিলের অভ্যন্তরের একজন মেম্বার Labour Party-র সঙ্গে একমত হতে না পারায় তাঁর উপর থেকে দলীয় সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং এর ফলে তিনি পদত্যাগ করলেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে তিনি এখন উপ-নির্বাচনে যাচ্ছেন।

আজ এটাকে বিলের আকারে দিলে মনে হয়, একটু ব্যাপক। এটা যে সময় আমরা করেছিলাম, সেই সময়েই আমাদের মনে হয়েছিল যে, এটা এর পরে হাউসের সামনে পেশ করা হবে।

আমার মনে হয়, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমরা রাখবো-যদিও 'কনভেনশনে' আছে, যদি কেউ একটি দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচারণা করে নির্বাচিত হন, তাহলে তিনি সংসদে নিজ দায়িত্ব পালন করার সময় দলের শৃঙ্খলা ও দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু করবেন। কেননা, এটার যদি আরও একটু ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাহলে যখন তিনি জনসাধারণের কাছে ভোট দাবী করেছেন, তিনি যখন এক দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন, তখন সেই পার্টির মেনিফেস্টো এবং সমর্থন নিয়েই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং সেটাকে ভিত্তি করেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন।

কাজেই আমরা মনে করি যে, এটা অগণতান্ত্রিক মোটেও নয়। যদি তিনি এসে সেই দলের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে না পারেন, সেই পার্টির প্রোগ্রাম, সেই পার্টির নির্দেশ না মানতে পারেন, তাহলে তাঁর কাছে নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে যে, তিনি আবার জনসাধারণের কাছে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। কেননা আমাদের এখানে বিধান করা হয়েছে যে, কোন একটি আসন খালি হলে ৯০ দিনের মধ্যে একটা উপ-নির্বাচন করতে হবে এবং সেই উপ-নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

যদি তিনি পার্টিতে না থাকতে পারেন, যদি পার্টির শৃঙ্খলা মানতে না পারেন, তাহলে তাঁর জনসাধারণের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত।

বিলে সেটা ছিল, সেটা অত্যন্ত ব্যাপক। এর পরে যে সংশোধনটা আসবে, সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। আর সুরঞ্জিৎ বাবু যে সংশোধনী এনেছেন, সেটা অসম্পূর্ণ। যদি কোন সদস্য হাউসের মধ্যে শৃঙ্খলা না মানেন, দলের মধ্যে থেকে অন্যপথ ধরেন, তাহলে কি হবে, সেটার উল্লেখ সুরঞ্জিৎ বাবুর সংশোধনীতে নাই।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটার বিধান থাকতে হবে। তাঁরা আসবেন দলবদ্ধভাবে এবং যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরা সরকার গঠন করবেন এবং অন্যরা বিরোধী-দলে বসবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধনী গ্রহণ করা যেতে পারে না।

***জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ** পরিষদের কার্য দশ মিনিটের জন্য মুলতবী রাখা হল।*

[অতঃপর অপরাহ্ন ৪ টা ১ মিনিট পর্যন্ত চলার পর পরিষদের কাজ মুলতবী হয়ে যায়।]

[বিরতির পর অপরাহ্ন ৪ টা ১৬ মিনিটের সময় ডেপুটি স্পীকার জনাব মোহাম্মদ বয়তুল্লাহর্‌র সভাপতিত্বে পরিষদের কাজ আবার আরম্ভ হয়।]

***জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ** এখন পরিষদের সম্মুখে প্রশ্ন হলেঃ*

''৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোকঃ''

‘‘৭০। কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর তিনি যদি উক্ত দল পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বিধানানুযায়ী তাঁহার আসন শূন্য হইবে।’’ ’’

এই সংশোধনীর পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁরা হাঁ বলুন।

[ধ্বনি- ভোট গ্রহণের পর-]

এবং যাঁরা বিপক্ষে আছেন, তাঁরা ‘না’ বলুন।

[ধ্বনি- ভোট গ্রহণের পর-]

না জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হল।

……

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ

নোয়াখালীর মাননীয় সদস্য জনাব নূরুল হক এখন ৭০ অনুচ্ছেদের উপর সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

***জনাব নূরুল হক** (এন. ই. ১৪৭ঃ নোয়াখালী-৩)ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,*

‘‘হাসিয়াসহ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে হাশিয়াসহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি গ্রহণ করা হোকঃ

‘‘হাশিয়াঃ রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া’’

‘‘৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

(ক) উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূণ্য হইবে তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।’’ ’’

***জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ** উত্থাপিত প্রস্তাব হচ্ছে;*

‘‘হাশিয়াসহ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে হাশিয়াসহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেটি গ্রহণ করা হোক;

‘‘হাশিয়া: ‘‘ রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া’’

‘‘৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সদসদ্-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের সহিত ভোটদান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।’’’’

.....

জনাব নূরুল হক: *মিস্টার ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে, সাবলীলভাবে যাতে চলতে পারি, সেজন্য আমি এই অনুচ্ছেদের সংশোধনীর প্রস্তাব করেছি।*

আমরা এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে ৭০ নম্বর পর্যন্ত পৌছেছি। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। এই দেশের সংবিধান-রচনার ব্যাপারে পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য এবং সদস্যরা ভালভাবে আলোচনা করেছেন। নিজেদের পার্টির সভায় এবং পরিষদের অনেকগুলি সভায় আলেচনা হয়েছে।

সংবিধান-বিলের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে যেটা ছিল, তা সংশোধনের জন্য কেন আমি এই প্রস্তাব পেশ করেছি, সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নীতিতে গণতন্ত্রের প্রতি কিরূপ আন্তরিকতা আছে,আজ আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দলের নেতা। তিনি বলেছিলেন, সংবিধান-বিল যাতে গণতান্ত্রিক হয় এবং যাতে একমত হয়ে আমরা দেশের জন্য একটি সংবিধান গ্রহণ করতে পারি, আমাদের সবাইকে সেজন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। পরিষদের সদস্যরা আলোচনা করে এই বিলের মধ্যে যে যতটুকু উন্নতি করতে পারেন, সেজন্য তিনি পরিষদের সকল সদস্যের নিকট সব রকমের সহযোগীতা কামনা করেছিলেন।

সেই কারণে, আমরা এই ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদকে আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

মিষ্টার ডেপুটি স্পীকার, কোন মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসার পর যদি মনে করেন যে, কোন এক ব্যাপারে সরকারী দলের কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হতে রাজি নন, এবং হাউসে কোন ডিভিশন হলে তিনি যদি নিজের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তিনি তা দিতে পারেন। কিন্তু এজন্য তাঁর সদস্য পদ চলে যাবে।

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্যের নজির উত্থাপন করছি এইজন্য যে, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেছেন, দুনিয়ার কোন সংবিধানে এই রকম কোন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় নাই। অথচ, এমন কতকগুলি দেশের কথা আমি জানি, যে দেশের সংবিধানে সংযোজিত না হলেও কনভেনশনের মধ্যে যা আছে, তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। মিস্টার ডেপুটি স্পীকার, এর থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে উঠে এবং গণতন্ত্র কি, তা বোঝা যায়।

বৃটিশ পালামেন্টের সদস্যরা, ভারতের পার্লামেন্টের সদস্যরা যে কোন পার্টি থেকে নির্বাচিত হবার পর সেই পার্টির সঙ্গে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। নিজের ইচ্ছা মতো তিনি সেটা করতে পারেন। তাহলে সদস্যের পদ শূন্য হয়ে যায়। এবং তিনি আবার নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন।

এই সংবিধানের বর্তমান বিধান সংশোধনের জন্য আমি যে আকারে নতুন ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত করে পেশ করেছি, আমি আশা করি, এই পরিষদে তা গৃহীত হলে গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক. . .

***জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ** সংক্ষেপ করুন।*

***জনাব নূরুল হকঃ . . .** পথে চলবার জন্য পরিবর্তিত ৭০ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হলে খুব ভাল হবে বলে আমি মনে করি। এই উপলক্ষে....*

[বাধাপ্রদান]

"In the course of Parliamentary proceedings arising out of the British and French military intervention in Egypt in 1956. Mr. Stanley Eveans made it clear that he did not agree with the general attitude of opposition to the Government on the matter by the Labout Party. Accordingly, he abstained from voting on the Oppositon's Vote of Censuere on 1 November 1956, which he was permitted to do under the Standign Orders of the Parli9amentary Labour Party. The Wednesobury Constituency Labour Party were strongly critical of their Member's line and demanded his resignation. Mr. Evans resigned and at the by election the Labour Pary held this 'safe' seat."

এবং আমি এই কথা মনে করি যে, প্রত্যেক দেশে এরূপ হয়েছে। মিসরের উপর যখন আক্রমণ হয়, তখন বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের এক সদস্য মনে করলেন যে, সুয়েজ ক্যানালের উপর আক্রমণ করে অন্যায় করা হয়েছে এবং তার দ্বারা সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে এবং অন্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এবং সেইজন্য তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও বাইরে গিয়ে তিনি এর বিরোধিতা করতে পারবেন, এ অধিকার তাঁর আছে। কারণ, তাঁকে অবশেষে তাঁর নির্বাচকমন্ডলীর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আজকে আমরা শুনি, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যে সংবিধান আওয়ামী লীগ গণপরিষদে পেশ করেছেন, সেটা আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো ছাড়া আর কিছুই না। হাউসেও সংবিধান আলোচনাকালে এই কথা বলা হয়েছে। ভাসানী সাহেবও বলেছেন, আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোর মাধ্যমে দেশ শাসন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোকেই দেশবাসী ভোট দিয়েছে এবং ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র,

ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এ কথা ভাসানী সাহেবও বলেছেন।

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত *(পি, ই, -২২১ঃ সিলেট-২) জনাব ডেপুটি স্পীকার সহেব, তিনি কোন্ দলের পক্ষে বক্তৃতা করছেন?*

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *তিনি সাধারণভাবে বক্তৃতা করছেন।*

জনাব নূরুল হকঃ *স্যার, স্বাধীনতা-সংরক্ষণের জন্যই যে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু করব। নিজেরা নিজেদের শাসন করার দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে এবং এই সংবিধানের মাধ্যমে।*

আমরা আশা করি, এই সংবিধান নির্যাতিত এই দেশবাসী ও বিশ্বের নির্যাতিত মানবতার মুক্তি আনবে এবং যুগ যুগ ধরে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটা আদর্শ রেখে যাবে।

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *আপনি এবার বসুন।*

জনাব নূরুল হকঃ *জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আমি আর একটি কথা বলে শেষ করছি।*

Mr. Dick Taverne, a Labour Party M.P. from Lincoln, who has been disowned by his constituency and party executive, explains why he was resigning. He said, he was resigning in order to fight the by-election as an independent candidate.

জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে এটা দেখা যায়। আমার সংশোধনীটি সংযোজিত হলে আমি বিশ্বাস করি এই সংধিান আরও সুন্দর হবে এবং দেশকে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুবিধা হবে।

.....

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *ভারপ্রাপ্ত সদস্য ড. কামাল হোসেন।*

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তঃ *জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, এ বিষয়ে আমার আরেকটি কথা আছে।*

জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ *এখন আর কোন বক্তৃতা নয়। আপনি বসুন। আপনি বসুন।*

ড. কামাল হোসেন *(আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী এবং সংবিধান-প্রণয়ন-মন্ত্রী)ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আমার মনে হয়, এই ৭০ অনুচ্ছেদ এইভাবে সংশোধিত হলে ব্যাপক অর্থে তার উদ্দেশ্য serve করবে কিনা, সেই জন্য আমি House এর অনুমতি নিতে চাই যে, সুস্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যার জন্য, বিশেষ করে 'অসমর্থ' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার জন্য যদি কোন সংশোধনীর প্রয়োজন হয় তাহলে বা যদি এর সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা যেন আনতে পারি। এই ব্যাপারে আপনার অনুমতি চাই। আমি অনুমতি চাচ্ছি এই জন্য যে, এই সংশোধনীর ফলে বিশেষ করে*

'অসমর্থ' শব্দটির জন্য further examination কিংবা consequential কোন amendment- এর প্রয়োজন হলে তা যেন আমরা আনতে পারি।

***জনাব আছাদুজ্জামান খান** (এন, ই, ৯০ঃ ময়মনসিংহ-১৫)ঃ জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, নূরুল হক সাহেব যেভাবে সংশোধনীটি হাউসে উত্থাপন করেছেন, তার উপর আর কোন কথা হতে পারে না।*

***ড. কামাল হোসেনঃ** জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আমি তাঁর সংশোধনীর উপর কিছু বলছি না। আমার কথা হল যে, এই সংশোধনীর ফলে যদি এর কোন ব্যাখ্যা বা definition- এর প্রয়োজন হয় বা কোন consequential amendment এর প্রয়োজন হয়, তা হলে তা যেন আনতে পারি। আমি সেই অনুমতিটুকু চেয়েছি মাত্র।*

***জনাব আছাদুজ্জামান খানঃ** জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, এটা যে আকারে হাউসে এসেছে, তার কোন পরিবর্তন করা যাবে না।*

***জনাব ডেপুটি স্পীকারঃ** আমার মনে হয়, ভারপ্রাপ্ত সদস্য 'অসমর্থ' কথাটি পরিবর্তন করতে চান নাই। তিনি বলেছেন, এই 'অসমর্থ' কথাটির ফলে যদি কোন অর্থ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় বা এর further clarification- এর প্রয়োজন হয়, যাতে এই সংশোধনীর পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজন হলে consequential amendment যেন আনা যায়।*

এখন আমি আগামীকাল বিকাল ৩টা পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করছি।

[অতঃপর অধিবেশন ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়।]

……

শুক্রবার-শনিবা, ৩রা-৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২
দফাওয়ারীভাবে সংবিধান-বিল বিবেচনা

***জনাব নূরুল হক** (এন, ই-১৪৭ঃ নোয়াখালী-৩)ঃ মাননীয় স্পীকার সাহেব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-বিলের ৭০ অনুচ্ছেদের উপর আমি যে সংশোধনী এনেছি, তা এখন আমি আপনার অনুমতি নিয়ে উত্থাপন করতে চাই।*

আমি প্রস্তাব করছি যে,

''হাশিয়াসহ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে হাশিয়াসহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি গ্রহর করা হোকঃ

''হাশিয়াঃ ''রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া।''

''৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূণ্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ- সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।'' ''

জনাব স্পীকারঃ *উত্থাপিত প্রস্তাব হচ্ছেঃ*

''হাশিয়াসহ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে হাশিয়াসহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি গ্রহর করা হোকঃ

''হাশিয়াঃ ''রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া।''

''৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূণ্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ- সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।'' ''

জনাব নূরুল হকঃ *ড. কামাল হোসেন সাহেব যে সংবিধান দিয়েছেন, তার উপর ভাষার উৎকর্ষ সাধন করা যায় কিভাবে এবং অর্থগত কারণে কোন সংশয় থাকে কিনা, এটা বিবেচনা করে সংশোধিত আকারে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তাতে কেবল ভাষার উৎকর্ষই সাধন হবে না- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই সংবিধান কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হবে না।*

আমাদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং এই পরিষদের নেতারা গণতন্ত্র যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে, কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তার একটা নজির স্থাপন করেছেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র একই যৌক্তিকতায় সংবিধানে পাস করার জন্য আলোচনার মাধ্যমে এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

ড. কামাল হোসেন *(সংবিধান-প্রণয়ন এবং আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী-মন্ত্রী)ঃ মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই অনুচ্ছেদে ভাষাগত যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য সংশোধিত আকারে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি এবং গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে আমাদের এটা করা উচিত। তাই এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।*

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত *(পি, ই, ২২১ঃ সিলেট-২)ঃ এর বিরুদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।*

৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধনীতে বলা হয়েছেঃ ''কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি সংসদে উক্ত দলের সহিত ভোটদান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।'' – এই কথা আর আমার সংশোধনীর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

জনাব স্পীকারঃ *৭০(খ) এ এখন যেটা পড়লাম, সংশোধিত-আকারে তা আপনি পড়ে দেখুন।*

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তঃ *একটা সংশোধনী যদি দ্বিতীয়বার নূতন সংশোধনীর রূপ ধারণ করে, তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে আমাদের আপত্তি থাকতে পারে। আমাদের পরিষদে আজকে যখন কোন সংশোধনী আসে এবং তার উপর যদি আর একটা নূতন সংশোধনী আসে এবং সে সংশোধনীর উপর অনর্থক আলোচনা হয় ইচ্ছামত এবং একই সংশোধনী অন্য সদস্যের দ্বারা ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাহলে এ সম্বন্ধে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই, একই সংশোধনী দ্বিতীয় বার আলোচনার কথা বিধি-পদ্ধতিতে নাই।*

জনাব স্পীকারঃ *আপনি নিজেও এটা amend করতে পারেন।*

জনাব নূরুল হকঃ *মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত ভুলে গেছেন, তিনি নিজেই এই রকম একটা সংশোধনীর প্রস্তাব করেছিলেন। আজ ঐ বিধি-পদ্ধতির অন্যান্য ধারামতে*

এই সংশোধনী পাস করা যায়। মাননীয় সদস্যের নিজের বেলায় যেটা প্রযোজ্য, অন্যের বেলায় সেটা প্রযোজ্য হলেই আপত্তি করা হয় .... এটার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করা উচিত নয়।

জনাব স্পীকারঃ *এখন পরিষদের সম্মুখে প্রশ্ন হলঃ*

''হাশিয়াসহ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে হাশিয়াসহ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি গ্রহণ করা হোকঃ

''হাশিয়াঃ ''রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া''

''৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূণ্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।'' ''

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা 'হাঁ' বলুন।

[ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর-]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

এখন পরিষদের সম্মুখে প্রশ্ন হচ্ছেঃ

''সংশোধিত আকারে ৭০ অনুচ্ছেদ গৃহীত হোক''

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা 'হাঁ' বলুন।

[ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর-]

আর যাঁরা বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'না' বলুন।

[ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর-]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, প্রস্তাবটি পাস হল এবং সংশোধিত-আকারে এই অনুচ্ছেদ সংবিধান-বিলের অংশ বলে গৃহীত হল।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে গণপরিষদের উপরিল্লিখিত বিতর্ক পর্যালোচনায় এটা প্রতীয়মান যে, গণপরিষদ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ৭০ অনুচ্ছেদটি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্তে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনপূর্বক তার বক্তব্যে বলেন যে, *''পরিষদে কোন প্রশ্ন তাঁর মত চাওয়া না হয় এবং তিনি যদি সেই প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং পছন্দ বিবেচনা করে ভোট দেন; তাহলে তাঁর জন্য তার সদস্যপদ যাওয়া ঠিক হবে না।''* এর উত্তরে ড. কামাল হোসেন (তৎকালীন আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী এবং সংবিধান-প্রণয়ন-মন্ত্রী) বলেন যে, ***''আমরা***

কমিটিতেই গভীরভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেছিলাম এবং আলোচনা করেছিলাম যে, এই রকম একটা অনুচ্ছেদ কেন আমরা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করছি। সে আলোচনায় মাননীয় সদস্যও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিশেষ করে সেখানে আমরা যে কয়েকটি কারণে এটা গ্রহণ করেছিলাম, তাহল এই যে, সংসদীয় গণতন্ত্র যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, তাহলে পার্টি-পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। সেখানেই গণতন্ত্র সফল হয়েছে, যেখানেই সুষ্ঠু পার্টি-পদ্ধতি থাকে। হাউস্ অব কমন্সের ৬৩০ জন মেম্বার দলীয় শৃঙ্খলা মেনে দলবদ্ধভাবে যদি সেখানে কাজ না করে যেতেন, তাহলে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারত না এবং যদিও অনেক 'কনভেনশন' গড়ে উঠেছে, তবু সংসদীয় গণতন্ত্রে দেখা যায়, যদি কোন মেম্বার একটি দলের সদস্য হন এবং দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রচারণা করেন এবং সেখান থেকে জয়যুক্ত হয়ে সদস্য হন, তাহলে সেখানে তাঁকে দলের শৃঙ্খলা মেনে কর্তব্য পালন করতে হয়।"

তিনি আরও বলেন যে, *"যদি তিনি এসে সেই দলের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে না পারেন, সেই পার্টির প্রোগ্রাম, সেই পার্টির নির্দেশ না মানতে পারেন, তাহলে তাঁর কাছে নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে যে, তিনি আবার জনসাধারণের কাছে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। কেননা আমাদের এখানে বিধান করা হয়েছে যে, কোন একটি আসন খালি হলে ৯০ দিনের মধ্যে একটা উপ-নির্বাচন করতে হবে এবং সেই উপ-নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। যদি তিনি পার্টিতে না থাকতে পারেন, যদি পার্টির শৃঙ্খলা মানতে না পারেন, তাহলে তাঁর জনসাধারণের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত।"*

সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্তে গণপরিষদের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ব্যাপক আলোচনা করে সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আমাদের গণপরিষদের ৪০৩ জন বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ পৃথিবীর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান আমাদের তথা বাঙালী জাতিকে উপহার দিয়েছেন। সেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ শুধু গণতান্ত্রিকই নয় বরং গণতন্ত্রের রক্ষা কবচ।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্তে সংবিধান সংশোধনসমূহঃ

১৯৭২ এর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান তথা আমাদের মূল সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া	*৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-* *(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা* *(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,* *তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূণ্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ- সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।*

অতঃপর সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) এর ৫ ধারা মোতাবেক সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়।

"৭০। পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া।- (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ আমান্য করিয়া-

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন,

তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বে দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ- সদস্যের সভা আহবান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।''।

অতঃপর সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এর ২৫ ধারা মতে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হয়।

''৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূণ্য হওয়া।- কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূণ্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ- সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।''

উপরের সংশোধনী দুটি পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ৭০ অনুচ্ছেদটি মূল সংবিধানে সংযোজিত হওয়ার পর ১৯৯১ সনে সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত ৭০ অনুচ্ছেদ এর সহিত অতিরিক্ত একটি ব্যাখ্যা ও দুই উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। পরবর্তীতে, ২০১১ সনে সংবিধান পঞ্চদশ সংশোধন আইন দ্বারা উল্লেখিত ব্যাখ্যা ও দুটি উপ-অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পুনরায় মূল সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের অনুরূপ করা হয়।

অর্থাৎ বর্তমান ৭০ অনুচ্ছেদটি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত মূল সংবিধানের একটি বিধান। সেহেতু এই বিধানের কোনরূপ সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধন করতে হলে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কেবলমাত্র মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা করতে হবে।

<u>সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিঃ</u>

সংবিধানের কোন বিধান গণতান্ত্রিক কি অগনতান্ত্রিক কিংবা ভাল কি মন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার সংবিধান সুপ্রীম কোর্টকে দেয় নাই। সংবিধান জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত। সংবিধানের কোন বিধান সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা শুধুমাত্র মহান 'জাতীয় সংসদ' সংবিধান মোতাবেক করার এখতিয়ার সম্পন্ন একমাত্র কর্তৃপক্ষ।

পৃথিবীর সকল দেশের সংবিধানেই সে দেশের সংবিধানের বিধান কিভাবে সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধন করা হবে যেমনি বর্ণিত আছে তেমনি আমাদের সংবিধানও আছে।

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এ সংবিধানের বিধান কিভাবে সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধন করা যাবে তা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ নিম্নরূপঃ

সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

[১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-

(ক) ***সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ***

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গ্রহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

উপরের ১৪২ অনুচ্ছেদ সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত পরিস্কার যে, সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত করার একমাত্র এখতিয়ার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান তথা কর্তৃপক্ষ হল আমাদের মহান সংসদ তথা 'জাতীয় সংসদ'। অর্থাৎ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ মোতাবেক জাতীয় সংসদই একমাত্র কর্তৃপক্ষ সংবিধান সংশোধনে যাঁর একক ক্ষমতা।

মূল কথা হল সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারাই কেবলমাত্র এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধন করা যাবে। বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা সংবিধান সংশোধনের কোন ক্ষমতা সংবিধান সুপ্রীম কোর্টকে প্রদান করে নাই। অর্থাৎ সংবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধন করতে এখতিয়ার সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ নয়।

তবে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধন করা হলে, সেই সংশোধনী আইনটি সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে করা

হয়েছে কিনা কিংবা সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিকভাবে করা হয়েছে কিনা তথা সংবিধান সম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা তা সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় বিচারিক বিবেচনার মাধ্যমে দেখতে এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিকভাবে প্রণীত হলে যতটুকু সাংঘর্ষিক শুধুমাত্র ততটুকুই বাতিল মর্মে ঘোষণা করার অধিকারী। সুপ্রীম কোর্ট শুধু বাতিল মর্মে ঘোষণা করবে। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা শুধুমাত্র ততটুকু। সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে অন্য কোন নির্দেশনা দিতে পারে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বিধানটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন নয়। এমনকি জাতীয় সংসদ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ মোতাবেক সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটি সংশোধন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ দ্বারা সংশোধিত করে কোন আইনও প্রনয়ন করে নাই। **সংবিধানের বর্তমান ৭০ অনুচ্ছেদটি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত মূল সংবিধানের একটি বিধান**।

বিডিনিউজ২৪পাবলিসিং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত "***16TH AMENDMENT: Judges caught in political divide, govt in quicksand"*** শীর্ষক বইতে আইন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলেছেন যে,

> *"The historical reason for the introduction of article 70 has not yet been tested and proven wrong and no Parliament faced such situation so that it could be said article 70 was ever misused or abused."*

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ আরও বলেন যে,-

> "*The abdication of the powers by the Parliament that day has weakened it so much that they could not find voice today to assert their privilege under the Constitution that no decision of the Appellate Division is binding upon the Parliament. The present Parliament, however, cannot bind its succeeding Parliament. The judiciary started behaving like a supra-constitutional authority dictating the Parliament. It is better to remember that the people are sovereign who elect the Parliament after a definite interval cannot be made bound by any decision of a court. The Parliament can make any law erasing the effect of the instant judgment of the Appellate Division*."

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটি সংসদ সদস্যদের অধিকার বিষয়ে। অর্থাৎ ৭০ অনুচ্ছেদের শুধুমাত্র সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা তথা সংসদে দলের বিপক্ষে ভোটদান এবং পদত্যাগ বিষয়ে যদি ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্থ করত তা হলে তারা নিজেরাই সংসদে আলোচনা করে সে বিষয়ে সঠিক ও যথাযথ ব্যবস্থা তথা সংবিধান সংশোধন করে এই ৭০ অনুচ্ছেদটি সংশোধন করতে পারত। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে অদ্যাবধি তথা বিগত ৪৫ বৎসর কোন সংসদ সদস্য ৭০ অনুচ্ছেদ গণতান্ত্রিক কিংবা অগণতান্ত্রিক সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন নাই। দরখাস্তকারী সংবিধান সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে এ দরখাস্তটি তিনি উপস্থাপন করতেন না। অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে সাংসদদের চেয়ে দরখাস্তকারীর চিন্তা দেখে মনে হয় এ যেন সেই প্রবাদ বাক্য যা কিনা ''*মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী।*'' অবস্থা।

সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগ কোন মোকদ্দমার বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিমিত্তে যে যুক্তি বা হেতু (ratio decidendi) প্রদান করেন সে সকল রায় বা সিদ্ধান্তকে নজির (precedent) বলা হয়। সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন তথা সিদ্ধান্তের হেতু যা 'নজির' হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে এবং সুপ্রীম কোর্টের যেকোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন তথা সিদ্ধান্তের হেতু 'নজির' হিসেবে অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে।

তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ১৯.০৮.২০১৭ তারিখে অন লাইন পত্রিকা বিডিনিউজ২৪.কম-এ প্রকাশিত ''ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ঃ ৭০ অনুচ্ছেদ কথকতা'' শীর্ষক নিবন্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজ মতামত প্রদান শেষে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, *''আপিল বিভাগের পর্যবেক্ষন মাথায় রেখে হাইকোর্ট বিভাগ কতটা স্বাধীনভাবে তাদের বিচারিক কাজ সম্পন্ন করবে।''*

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ উপ-অনুচ্ছেদ-১ মোতাবেক **প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।** জনগণের পক্ষে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এ সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ উপ-অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক **জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এ সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহলে সে আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে।**

সুতরাং এটা কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের কোন সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তের হেতু বা কারণ বা যুক্তি (*ratio decidendi*) বা রায়দানকালে

বিচারকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য (obiter dictum) বা ঘোষিত আইন যদি এই সংবিধানের পরিপন্থীভাবে তথা অসামঞ্জস্যভাবে তথা ভংগ করে প্রদত্ত হয় তবে সে সিদ্ধান্তের হেতু বা রায়দানকালে বিচারকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথা সংবিধান পরিপন্থী ততখানি আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেই আপনা আপনি বাতিল সিদ্ধান্তের হেতুর বা রায়দানকালে বিচারকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের কোন প্রকার আইনগত ভিত্তি নাই। ফলে সেই আপনা আপনি বাতিল সিদ্ধান্তের হেতু *(ratio decidendi)* বা রায়দানকালে বিচারকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য (obiter dictum) বা ঘোষিত আইন কোন আদালতের উপর বাধ্যকর হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ,বি, মাহমুদ হোসাইন, বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন এবং বিচারপতি ফজলে মুনীম সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন আপিল বিভাগ বিগত ৪ জানুয়ারী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে *মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ* [৩০ ডিএলআর (এস,সি) ১৯৭৮ পাতা ২০৭ প্যারা ১৮ ও ১৯]" মামলায় আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

> *" It may be true that whenever there would be any conflict between the Constitution and the Proclamation or a Regulation or an Order the intention, as appears from the language employed, does not seem to concede such superiority to the Constitution. Under the Proclamation which contains the aforesaid clauses the Constitution has lost its character as the Supreme law of the country. There is no doubt, an express declaration in Article 7(2) of the Constitution to the following effect: "This Constitution is the solemn expression of the will of the people the supreme law of the Republic and if any other law is inconsistent with this Constitution that other law shall to the extent of the inconsistency be void" Ironically enough, this Article though still exists must be taken to have lost some of its importance and efficacy.* ***In view of clauses (d), (e) and (g) of the Proclamation the supremacy of the constitution as***

declared in that Article is no longer unqualified. In spite of this Article no constitutional provision can claim to be sacrosanct and immutable. The present Constitutional provision may, however, claim superiority to any law other than a Regulation or Order made under the Proclamation.

তাইতো আমরা দেখি আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিচার বিভাগের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত উপরিল্লিখিত হালিমা খাতুন মামলার সিদ্ধান্তের হেতু (ratio decidendi) থাকা অবস্থায় সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক বিচার বিভাগের উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলাদেশের বিচার বিভাগের পথিকৃত তথা ত্রানকর্তা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এ, বি, এম, খায়রুল হক হাইকোর্ট বিভাগে "বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বল ওয়ার্কস লিঃ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য" [১৪ বি,এল,টি, (বিশেষ সংখ্যা) ২০০৬] মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে,

"*1.Bangladesh is a Sovereign Democratic Republic, governed by the Government of laws and not of men.*

2. ***The Constitution of Bangladesh being the embodiment of the will of the Sovereign People of the Republic of Bangladesh, is the supreme law and all other laws, actions and proceedings. Must conform to it and any law or action or proceeding, in whatever form and manner, if made in violation of the Constitution, is void and non est.***

8. There is no such law in Bangladesh as Martial Law and no such authority as Martial Law Authority, as such, if any person declares Martial Law, ***he will be liable for high treason against the Republic. Obedience to superior orders is itself no defence."***

সুপ্রীম কোর্টের অনুসরনীয় নীতিঃ

সুপ্রীম কোর্টকে "আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি" অনুসরন করতে হবে এবং সংবিধান প্রদত্ত সীমানা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। নির্বাহী কিংবা আইন বিভাগের অধিক্ষেত্রে অসাবধানতাবশতও যেন প্রবেশ না করে বসে সে সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

এড্ভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ (২৪ বিএলটি (বিশেষ সংখ্যা) (হাইকোর্ট বিভাগ) পাতা-১) যা সংবিধান ষোড়শ সংশোধনী মামলা নামে বহুল আলোচিত মোকদ্দমার রায়ের আমার অংশ থেকে নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-

"প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ক্ষমতাই আগ্রাসী। এই মানবিক ত্রুটি থেকে বিচার বিভাগও মুক্ত নয়। এ প্রসংগে Union of India –vs- Hindustan Development Corporation (AIR 1994 Supreme Court 988) মামলায় বিচারপতি K. Jayachandra Reddy পাতা ১০১৮ এ বলেন যে,

"*In Attorney General for New South Wales' case (1990(64) Aus LJR 327), it is observed as under:*

"Some advocates of judicial intervention would encourage the courts to expand the scope and purpose of judicial review, especially to provide some check on the Executive Government which nowadays exercise enormous powers beyond the capacity of the Parliament to supervise effectively. Such advocacy is misplaced. If the courts were to assume a jurisdiction to review administrative acts or decisions which are "unfair" in the opinion of the court-not the product of procedural fairness, but unfair on the merits-the courts would be assuming a jurisdiction to do the very thing which is to be done by the respository of an administrative power, namely, choosing among the courses of action upon which reasonable minds might differ.

XXXXX XXXXX

If judicial review were to trespass on the merits of the exercise of administrative power, it would put its own legitimacy at ristk. The risk must be acknowledged for a reason which Frankfurter, J. stated in Trop v. Dulles, (1958) 356 US 86 at 119:

"All power is, in Madison's phrase, 'of an encroaching nature' .....Judicial power is not immune against this human weakness. It also must be on guard against encroaching beyond its proper bounds, and not the less so since the only restraint upon it is self-restraint."

বিচার বিভাগকে অবশ্যই তার সীমানা তথা অধিক্ষেত্র সম্বন্ধে সবিশেষ সজাগ থাকতে হবে। বিচার বিভাগ তার নিজস্ব সীমানা কখনই অতিক্রম করবে না । বিচার বিভাগকে ''নিজেকে নিয়ন্ত্রণ নীতি'' বা ''আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি'' অনুসরণ করতে হবে। কারণ বিচার বিভাগ জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল।

আইন প্রণেতারা কি উদ্দেশ্যে আইনটি প্রণয়ন করেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। বিচারিক ক্ষমতা এই নয় যে বিচারকদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা। বিচারিক ক্ষমতা হলো মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন যেন সকলে সঠিক এবং যথাযথভাবে তথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে। মহান জাতীয় সংসদের আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, যেন সকলের নিকট মনে হয় আইনটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ মহান জাতীয় সংসদে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিজেরা করেছেন। মহান জাতীয় সংসদের প্রণীত কোন আইনে অসাবধানতাবশত কোন শব্দ বাদ পড়েছে বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হলেও আদালত বিচারিক ব্যাখ্যা প্রদান করার নামে উক্ত শব্দ যোগ করার অধিকারী নয়।

কমিশনার অব সেলস ট্যাক্স বনাম পারসন টুলস এবং প্লান্টস [(1975) 4 SCC 22] মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রদান করে যে;

''The will of the legislature is the supreme law which demands absolute obedience. Judicial power is not to be exercised to give effect to the will of the judges, but to give effect to the will of the legislature, in other words, to the will of the law. So, where the legislature clearly declares its intent in the scheme and language of a statute, the duty of the court is to give full effect to the same without scanning its wisdom on policy, and without engrafting, adding or implying anything which is not congenial to or consistent with such well-expressed intent of the law givers. If the legislature wilfully omits to incorporate something in a statute, or even if there is a casus omissus in statute, the language of which is otherwise plain and unambiguous, the court is not competent to supply the omission under the guise of interpretation, something what it thinks to be a general principle of justice and equity. The primary function of a court of law being jus dicere and not jus dare the paramount rule of interpretation of legislative intent should be applied by the courts.''

আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকার বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট নাসিরউদ্দিন বনাম সীতা রাম (Nasiruddin v. Sita Ram, AIR 2003 SC 1543) মামলায় অভিমত প্রকাশ করেন যে,

> *"The Court's jurisdiction to interpret a statute can be invoked when the same is ambiguous. It is well known that in a given case the Court can iron out of the fabric. It cannot change the texture of the fabric. It cannot enlarge the scope of legislation or intention when the language of the provision is plain and unambiguous. It cannot add to or subtract words to a statute or read something into it which is not there. It cannot re-write or recast legislation. It is also necessary to determine that there exists a presumption that the Legislature has not used any superfluous words. It is well settled that the real intention of the legislation must be gathered from the language used. It may be true that use of the expression 'shall or may' is not decisive for arriving at a finding as to whether a statute is directory or mandatory. But the intention of the Legislature must be found out from the scheme of the Act. It is also equally well-settled that when negative words are used the Court will presume that the intention of the Legislature was that the provisions are mandatory in character.*
>
> *আদালতের প্রাথমিক কাজ "jus dicere and not jus dare"— "to speak the law not to give law" অর্থ্যাৎ আইন কি বলছে সেটা বলা আইন প্রণয়ন করা নয়। আদালতের দায়িত্ব হল আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট আইনকে আইন প্রণেতাদের চিন্তা চেতনা ধারণ করে ব্যাখ্যা করতে হবে। আইন প্রণেতাদের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। আইনের ব্যাখ্যার সময় আদালতকে গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে, আইনের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আদালত যেন অসাবধানতাবশতঃ আইন প্রণয়ন করে না ফেলেন।"*

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতিরা এই মর্মে শপথ পাঠ করেন যে,

"আমি, ... , প্রধান বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আপীল/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

*এবং আমি **ভীতি** বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের **বশবর্তী না হইয়া** সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"*

সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ পাঠ করে এঁর কোন বিধানকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে সংবিধানের কোন বিধানকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা সংবিধান ভংগেরই নামান্তর।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় এটা কাচেঁর মত স্বচ্ছ যে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ গণপরিষদের ৪০৩ জন সদস্যদের অবমাননা করা তথা গণপরিষদকে অবমাননা করা তথা বাংলাদেশের জনগণকে অবমাননা করা তথা সংবিধানকে অবমাননা করা তথা সংবিধান ভংগ করা। দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি সংবিধান পরিপন্থী হেতু সরাসরি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র দরখাস্তটি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল।

Present:

Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman

18.03.2018

Mr. Md. Eunus Ali Akond, Advocate in person
....For the petitioner.
Mr. Mahbubey Alam, Attorney General with
Mr. Md. Motaher Hossain (Sazu), DAG
Mr. Md. Enamul Haque Molla, DAG
Mr. Mizanur Rahman Khan Shahin, AAG
.....For the respondents.

This matter has been referred before this Court by the Hon'ble Chief Justice for disposed of vide order dated

06.03.2018. Accordingly this matter has come up in the cause list for hearing.

This is an application filed by the petitioner Advocate Md. Eunus Ali Akond, in person under Article 102 of the Constitution, challenging the provision of Article 70 on the ground that it is inconsistent with the Constitution.

In support of this application, the petitioner Advocate Md. Eunus Ali Akond mainly submits that this application is basically based on some observations made by our Hon'ble High Court Division as well as Appellate Division so far as it relates to Article 70 is concerned, in the case of Advocate Asaduzzaman Siddiqui and others Vs. Government of Bangladesh and others (popularly known as Sixteenth Amendment case) wherein High Court Division observed that by reason of Article 70, it has imposed a tight rein on the members of parliament that they cannot go against their party line or position on any issue in the parliament. That they have no freedom to question their party's stance in the parliament, even if it is incorrect and flawed. That they cannot vote against their party's decision. That they are indeed, hostages in the hands of their party high command. On being Civil Appeal No. 06 of 2017 our Appellate Division also raised the same voice regarding the Construction of Article 70 of our Constitution. In view of the aforesaid observations Article 70 is therefore liable

to be declared to have been made ultra vires to the Constitution.

He further contended that, the provision of Article 70 affects the basic features of our Constitution as relates to democracy and fundamental rights and as such liable to be declared to have been made without lawful authority and has no legal effect.

Mr. Mahbubey Alam, the learned Attorney General strongly opposes this application, mainly submits on the ground that the present provision of Article 70 has been substituted by Act of Fifteenth Amendment which in fact the original provision of Article 70 of our Constitution. So nothing has been changed or altered by this Amendment and as such the petitioner has no ground at all to invoke the writ jurisdiction.

I heard the submissions of the petitioner who appeared in person as well as the learned Attorney General and perused the writ petition thoroughly.

The Constitution of Bangladesh operates as a fundamental law of the land. All organs of the Government owe their origin and drive their authority from the Constitution. In amending the Constitution, Parliament passes a law. Now the question arises whether this power is unlimited. Article 65 vests Parliament with “the legislative

powers of the republic" but the vesting is "subject to the provisions of this Constitution". The Constitution puts three bars on the legislative power of the Parliament, one is that the Constitution being the supreme law of the State and if any other law inconsistent with it, shall to the extent of inconsistency be void as contemplated under Article 7(2) of the Constitution. The second is set out in the fundamental rights chapter. Article 26 at the beginning of the chapter of Fundamental Rights says that all existing laws inconsistent with the Fundamental Rights shall to the extent of such inconsistency become void on the commencement of this Constitution and the State shall not make any law inconsistent with the Fundamental Rights and any law so made shall to the extent of such inconsistency be void. The third one relates to the preamble of the Constitution which cannot be amended by the Parliament along without a referendum as contemplated in Article 142(1A) of the Constitution which indicates the basic features of our Constitution. Regarding the amendment of the Constitution it is also necessary to examine Article 142 of the Constitution which provides that any provision of the Constitution may be amended by way of addition, alteration, substitution or repel by Act of Parliament.

Now let us examine to see whether there is any substance of this application filed by the petitioner in view of the aforesaid Article 7, 26 and the preamble of our Constitution.

In order to appreciate the contention of the petitioner it is necessary to reproduce Article 70 which reads as follows:

"70. A person elected as a member of parliament at an election at which he was nominated as a candidate by a political party shall vacate his seat if he-

(a) resigns from that party; or

(b) votes in Parliament against that party,

but shall not thereby be disqualified for subsequent election as a member of Parliament".

The aforesaid present Article 70 has been substituted for the former Article 70 by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 2011. We have to keep in mind that this present Article 70 is in fact the original provision of our Constitution. So, nothing has been changed by this Fifteenth Amendment.

In the Twelfth Amendment, the former Article 70 was substituted as under:

"70(1). A person elected as a Member of Parliament at an election of which he was nominated as a candidate by a political party shall vacate his seat if he resigns from that party or votes in Parliament against that party.

Explanation-If a Member of Parliament.

(a) Being present in Parliament abstains from voting, or

(b) Absence himself from any sitting of Parliament, ignoring the direction of the party which nominate him at the election as a candidate not to do so, he shall be deemed to have voted against that party.

(2) If, at any time, any question as to the leadership of the Parliamentary party of a political party arises, the Speaker shall, within seven days of being informed of it in writing by a person claiming the leadership of the majority of the members of that party in Parliament, convene a meeting of all members of Parliament of that party in accordance with the rules of procedure of Parliament and determine its Parliamentary leadership by the votes of the majority through division and if, in the matter of voting in Parliament, any member does not comply with the direction of the leadership so determined, he shall be deemed to have voted against that party under clause (1) and shall vacate his seat in the Parliament. (3) If a person, after being elected a Member of Parliament as an independent candidate, joins any political party, he shall, for the purpose of this article, be deemed to have been elected as a nominee of that party".

The provision of present Article 70 has been substituted by the Constitution Fifteenth Amendment. By way of Fifteenth

Amendment the original provision of Article 70 has been simply substituted. So by Fifteenth Amendment nothing has been changed. The Fifteenth Amendment has not introduced any provision which can be said to have been made addition or alteration in any manner as contemplated under Article 142 of the Constitution. In view of the Constitution, there is no scope at all to challenge the present Article 70 since it is the original form of Article 70 of our Constitution.

So far the observations as made by our High Court Division as well as Hon'ble Appellate Division as relates to present Article 70 of the Constitution in the Sixteenth Amendment case is concerned I am of the view that the aforesaid observation was made during the course of delivering a judicial opinion but one that is incidentally or collaterally and not directly upon the questions before the Court and therefore not precedential though it may be persuasive.

In the case of Secretary, Parliament Secretariat Vs. Khandker Delwar Hossain and others reported in 19 BLD (AD) 276, wherein it was observed that

"When the makers of the Constitution were drafting the 1972 Constitution they wanted to ensure stability and continuity of Government and also to ensure discipline among the members of the political parties so that corruption and instability can be removed from national politics. Article 70

was introduced to achieve this objective. The spirit was that members elected to the Parliament should continue to maintain their allegiance to the party by which they have been nominated and to uphold the manifesto and programme of that party in national politics. It was designed to ensure that the party which forms the Government can continue to govern the country and not be destabilised and dethroned by floor crossing and horse trading being allured by the other side and vice versa. This provision was deliberately inserted in view of the prevailing political culture of the country. Political party has been recognised as a constitutional entity for the first time in the Constitution of Bangladesh and indirectly in Article 70 of the Constitution of a political party is also recognised by use of the words “resigns from the party”.

In the Sixteenth Amendment case, the aforesaid case was not discussed and overruled and accordingly the principle as laid down in the said case is still enforce. In view of the aforesaid observations I am of the opinion that the present Article 70 is not contravence with the Constitution at all rather it works as safe guard of our democracy.

In view of the aforesaid reasons as stated above I do not find any substance of this application.

Hence this application is summarily rejected.